যুগান্তর

JAN : 7 2001

সংসদে জাতীয় শিক্ষানীতি উপস্থাপন

প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ হবে ৮ বছর

যুগান্তর রিপোর্ট

আগামীতে বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ হবে ৮ বছর। মাতৃভাষার মাধ্যমে একই মান ও বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। ৮ বছর মেয়াদি শিক্ষা চালু করা হবে ইবতেদায়ি মাদ্রাসাগুলোতে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ইংরেজি অতিরিক্ত বিষয় হিসাবে পড়ানো হবে। তৃতীয় শ্রেণী থেকে ইংরেজি হবে বাধ্যতামূলক। বাধ্যতামূলক ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে তৃতীয় শ্রেণী থেকে।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০-এ এসব প্রস্তাবনা রয়েছে। গতকাল জাতীয় সংসদে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০ উপস্থাপন করেন শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেক। নয়া শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছে, প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ ক্রমান্বয়ে বাড়িয়ে ২০০৩ সালের মধ্যে ৬ বছর, ২০০৬ সালের মধ্যে ৭ বছর ও ২০১০ সালের মধ্যে ৮ বছর করা হবে। নতুন শিক্ষা কাঠামোয় মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর হবে বর্তমানের ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর পরিবর্তে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত। মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে সাধারণ, মাদ্রাসা ও কারিগরি- এই ৩টি ধারা থাকবে। মাদ্রাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে ইবতেদায়ি শেষ করে নবম শ্রেণীতে এবং আলেম শেষ করে যথাযথ বাছাই সাপেক্ষে ডিগ্রি পর্যায়ে ভর্তি হওয়া যাবে।

নয়া শিক্ষানীতি অনুযায়ী কোটা পদ্ধতি বা অন্য কোন কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে ন্যূনতম যোগ্যতার শর্ত শিথিল করা যাবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪ বছরের অনার্স ডিগ্রি ও অন্যান্য কলেজে ৩ বছরের ডিগ্রি কোর্স থাকবে। অনার্স বা সাধারণ ডিগ্রি কোর্স পর্যায়ে ১০০ নম্বরের ইংরেজি ভাষা সব বিষয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য বাধ্যতামূলক থাকবে। পর্যায়ক্রমে ৩ বছরের ডিগ্রি কোর্স বন্ধ করে তার পরিবর্তে স্কুল-কলেজে ৪ বছরের অনার্স ডিগ্রি কোর্স চালু করা হবে।

বিমানের লোকসান

দফায় দফায় ভাড়া বাড়িয়েও বাংলাদেশ বিমান গত ১৯৯২-৯৯ অর্থবছরগুলোতে ১২৮ কোটি ৬৯ লাখ ৮৪ হাজার টাকা লোকসান গুনেছে। ১৯৯২-৯৩ থেকে ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছর পর্যন্ত বিমানের বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ রুটে ৫ দফা ভাড়া বাড়ানো হয়েছিল।

বিমানমন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন গতকাল জাতীয় সংসদে এ তথ্য প্রকাশ করেন। বিমানমন্ত্রী সংসদকে জানান, দেশবিদেশের ২০টি ট্রাভেল এজেন্সির কাছে টিকিটের মূল্য বাবদ বিমানের প্রায় ৪ কোটি আড়াই লাখ টাকা বকেয়া পাওনা রয়েছে। মাত্র ৪ বছরে এই বকেয়া হয়েছে।

সেনাবাহিনীতে মহিলা অফিসার

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমন্ত্রী লে. জেনারেল (অব.) এম নূরউদ্দিন খান গতকাল জাতীয় সংসদে বলেন, বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীতে মহিলা অফিসার ও ক্যাডেট নিয়োগ করা হলেও সৈনিক, নাবিক ও বিমানসেনা পদে কোন মহিলা নিয়োগ করা হয়নি। বর্তমান সরকার দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ৪৭তম বিএমএ দীর্ঘমেয়াদি কোর্স থেকে সেনাবাহিনীর নিয়মিত কমিশন পদে মহিলা অফিসার নিয়োগ কার্যক্রম শুরু করেছে। বর্তমানে ৩০ জন মহিলা অফিসার ক্যাডেট প্রশিক্ষণরত আছেন।